SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

উনিশ শতকে বাংলা সাময়িক পত্রে গদ্য সাহিত্য রচনার সূত্রপাত

Anjana Hembrom
Ex-Student, Dept. of Bengali
Burdwan University
West Bengal, India
Email: anjanahembrom19@gmail.com

Abstract: সাময়িক পত্র বা ম্যাগাজিন বলতে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রকাশিত এক ধরনের পত্রিকা। সাময়িকী গুলিতে বিভিন্ন বিষয় বস্তুর সমাহার থাকে। উনিশ শতকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিতে যে নতুনতর চিন্তা-চেতনার সুত্রপাত হয়েছিল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা মুখ্যত বাংলা গদ্যকে বাহন করে প্রসার লাভ করে। আর এই গদ্য ভাষার প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সাময়িক পত্রিকা। তৎকালীন সময়ে সাময়িক পত্রের প্রকাশের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মজীবন কে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষিত ভারতীয়দের সংস্কার প্রচেষ্টায় এক নতুন ভারত গঠনের দিশা দিয়েছিল। উনিশ শতকে বাংলার বিভিন্ন সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্যে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে এই সময় বাংলায় নবচেতনার প্রকাশ ঘটে ও বাংলার শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মজীবনে এক নতুন গতিশীলতা ও সৃজনশীলতার জন্ম নেয় যা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। ফলে জনগনের মধ্যে খুবই কম সময়ের মধ্যে সাময়িক পত্রের প্রসার লাভ করে। প্রায় সকল প্রকার গদ্য ভাষার বিকাশেই পত্রের একটি ভূমিকা আছে। বাংলা গদ্য ভাষার বিকাশ ও তার ব্যতিক্রম নয়। বাহুল্য হলেও একথা সত্য যে কোনো দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হল সাময়িক পত্র। সেই সঙ্গে দেশ বিদেশের সভ্যতার অগ্রগতি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিস্তারের প্রচেষ্টা ও প্রতিফলিত হয়, যুগোপযোগী নবচেতনার উদ্বোধন, পরিপোষণ এবং প্রচারের জন্য সাময়িকপত্র এক বড় মাধ্যম। তাই আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনার পূর্ণ পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

Keywords: সাময়িক পত্র, বেঙ্গল গেজেট, দিগদর্শন, তত্ত্ববোধিনী।

বাংলা সাময়িক সাহিত্যে ক্রমোন্নতি ও গতির আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে প্রথমত: সেই প্রাচীন সাময়িক সাহিত্য প্রচার কালের ও তৎপূর্ব কালের দেশীয় সাহিত্য ও দেশীয় শিক্ষার অবস্থা ,সে কালের সাময়িক পত্র ও সমাজের কথা এবং দেশের রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করতে হবে এবং কি সূত্রে বাঙ্গালায় প্রথম সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং ক্রমে কিরূপে যুগে যুগে প্রবর্তক মনস্বী মহাপুরুষ গণের চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পদশালী হয়ে আজ তা নিমিল বিশ্ব সাহিত্যের বৈঠকে সাদর অভ্যর্থনা ও পুষ্প চন্দন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে তাহা অনুসন্ধান করে

বাহির করতে হবে।

সংবাদপত্র সাহিত্য-পত্রের পূর্ব হতেই প্রচারিত হতে আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং সংবাদ পত্রের ভাব থেকেই সাময়িক পত্রের প্রচারের সূচনা হয়েছিল ,তা অনুমান করা যায়। কথিত আছে ,ভূখণ্ডেই সংবাদ পত্রের জন্মভূমি। চীন সভ্যতার উন্মেষকালে প্রাচীন চীন দেশে সর্ব প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয়েছিল। সম্রাট আকবরের সময় গভর্নমেন্ট গেজেটের ন্যায় রাজকীয় সমাচার পত্র প্রচারিত হত ,আইন-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল ইহার উল্লেখ করেছেন। এইরূপে ক্রমে সংবাদ পত্রের ভাব থেকেই সাময়িক পত্রের প্রচারের সূচনা হয়। সাময়িক পত্রের সূচনা সর্বাগ্রে ফরাসী রাজ্যে হয়েছিল। ১৬৬৫ খ্রিঃ ফরাসী পার্লামেন্টের সদস্য Denis De Sallo ফ্রান্সে রাজধানী প্যারিস থেকে‘ The Journal Des Scavans’ নামক সাহিত্য ও সমালোচনা - পত্র প্রকাশ করেন। আইজ্যাক ডিসরেলী বলেন এই Journal Des Scavans ই জগতের প্রথম সাহিত্য ও সমালোচনাপত্র।

বাঙ্গালায় যে সময় সাময়িক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়েছিল তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বলতে গেলে এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে মিশনারি যুগ।

মিশনারি যত্ন চেষ্টায় যখন বাঙ্গালা ভাষায় পুঁথি এইরুপে লিখিত ও প্রচারিত হতে শুরু করল সেই সময় ১৭৮০ খ্রিঃ জেমস অগাস্টাস হিকির সম্পাদনাতে ইংরেজি ভাষায়‘ বেঙ্গল গেজেট ’পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার একজন ব্রাহ্মন কলিকাতা থেকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র প্রচার করেছিলেন। বেঙ্গল গেজেটের সেই সম্পাদকের নাম - গঙ্গাধর ভট্টাচার্য।‘ বেঙ্গল গেজেট ’উঠে গেলে ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে মার্সম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগন শ্রীরামপুর থেকে‘ দিগদর্শন ’নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন।‘ দিগদর্শন ’প্রকাশিত হলে মিশনারিদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হল কেরী সাহেব গভর্নমেন্টের বিনা অনুমতিতে পত্রিকা বাহির করবার বিরোধী ছিলেন। ‘দিগদর্শন ’বাহির হবার পর যখন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যেমন রুপ প্রতিবাদ বা কৈফিয়ত তলপ হল না ,তখন মার্সম্যান একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে উৎস্যক হয়ে পড়লেন। ১৮১৮ সালে ২৩ শে মে‘ সমাচার দর্পণ ’সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হত। প্রথম তিন সপ্তাহ এই পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। এই পত্রিকায় খ্রিষ্টধর্মের মহত্ব ,ঐতিহ্য, যীশুখ্রিস্টের বানী ও জীবনী প্রচারের পাশাপাশি কিছু যুক্তি -তর্কের অবতারণা করা হয়।

১৮১৯ অব্দে কলিকাতার মিশনারিরা‘ গস্পেল ম্যাগাজিন ’নামে খ্রিস্টীয় তত্ত্বপূর্ণ একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন ,এই পত্রে ও সমাচার দর্পণে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হতে থাকলে রামমোহন রায়‘ সংবাদ কৌমুদী ’নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২১ সালে‘ ব্রাহ্মন-সেবধি ’নামে আর একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করে তাতে মিশনারিদিগের পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। এই পত্রিকা ১২ মাসে ১২ খানা মাত্রই বাহির হয়েছিল। রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ শর্মার নাম প্রবন্ধের নীচে দিয়ে পত্রিকা বাহির করতেন। ব্রাহ্মন সেবধির প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করেন ,তাতে খ্রিষ্টধর্ম সম্বন্ধেও তিনি অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিশনারিরা‘ ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ’নামক তৎকালীন ইংরেজি সংবাদ পত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রদান করেন। ব্রাহ্মন সেবধির তৃতীয় সংখ্যায় রামমোহন রায়‘ ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া ’পত্রে প্রকাশিত উক্ত উত্তরের রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে তাঁর সহযোগী বন্ধু ভবানীচরন

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দল পরিত্যাগ করে হিন্দু সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের পক্ষ অবলম্বন করেন ও‘ সংবাদ কৌমুদী ’র প্রতিযোগী‘ সমাচার চন্দ্রিকা ’নামে আর একখানা সংবাদ পত্রিকা বাহির করেন। ১৮২২ খ্রিঃ মার্চ মাসে গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র‘ সমাচার চন্দ্রিকা ’পত্রিকা করেন। ফ্রান্স থেকে পুনরায় ইংল্যান্ডে প্রত্যাগমন করে ব্রিষ্টল নগরে ১৮৩১ অব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর ও প্রায় ২ বৎসর চলেছিল তারপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

‘সংবাদ প্রভাকর ’পত্রিকাটি প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩২ খ্রিঃ এটির সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। প্রায় তিন বছর পর ১৮৩৬ খ্রিঃ আগস্ট মাস থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই সম্পাদনায়‘ সংবাদ প্রভাকর ’পত্রিকা‘ বারত্রয়িক ’পত্রিকা রুপে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ খ্রিঃ ১৪ই জুন থেকে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকা ঈশ্বর গুপ্তের প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

১৮৪৩ খ্রিঃ‘ তত্ত্ববোধিনী ’পত্রিকা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই সমস্ত সাময়িক পত্র বাংলা গদ্যের প্রচারে এবং প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহন করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। বিশিষ্ঠ গদ্য লেখক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান সচেতন ও বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম বারো বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা গুলি‘ তত্ত্ববোধিনী ’তে প্রকাশিত হত। বিদ্যাসাগর ব্যতীত তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রায় সকলেই এতে কমবেশী লিখতেন এটি ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ পাক্ষিক পত্রিকা।

১৮৫১ সালে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র‘ বিবিধার্থ সংগ্রহ ’নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রথম সাহিত্য সমালোচনা শুরু হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ,কালীপ্রসন্ন সিংহ ,মথুরামোহন তর্করত্ন ,সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ,মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখরা কবিতা লিখতেন। মাইকেলের‘ তিলোত্তমাসম্ভব ’কাব্য‘ বিবিধার্থ সংগ্রহ ’প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। তখন ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ ’বার শত মুদ্রিত হয়ে বার শত বিলি হত। এই পত্রিকাটি নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাবে ছয় বৎসর চলার পর রাজেন্দ্রলাল সম্পাদকীয় ভার বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে ন্যস্ত করেন ১২৬৭ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাস থেকে ৮ মাস কাল প্রকাশের পর অগ্রহায়ণ পর্যন্ত তারপরে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার সময়েই ‘ধর্ম্মরাজ’ ‘হিন্দু বন্ধু’ ‘সত্য ধর্ম প্রকাশিকা ’প্রভৃতি আরও কয়েকখানা হিন্দু ধর্ম বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বাহির হয়েছিল। এই গুলির মধ্যে ধর্ম্মরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। ১২৫৯ বঙ্গাব্দে) ১৮৫২খ্রিঃ (ফাল্গুন মাসে ধর্ম্মরাজ বাহির হয়। এর আকার ক্ষুদ্র-ডিমাই বার পেজি ৪ ফর্ম্মা বা ৪৮ পৃষ্ঠা ছিল। সম্পাদক ছিলেন - শ্রীতারকনাথ দত্ত। মূল্য ছিল বার্ষিক আড়াই টাকা। ধর্মরাজে খ্রিষ্টীয় ধর্ম পুস্তকের বিতর্ক নামক একটি প্রবন্ধ প্রতি সংখ্যায় বাহির হতো। এত ব্যতীত' জাত্যাভিমান' ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস ’প্রভৃতি কয়েকটি বড় প্রবন্ধ ও ক্রমশঃ প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি প্রথম বর্ষ চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৫৪ খ্রিঃ বাবু রাধানাথ সিকদারের সহিত মিলিত হয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র‘ মাসিক পত্রিকা ’নামে এই ক্ষুদ্র স্ত্রীপাঠ্য মাসিক কাগজ খানা বাহির করেন। এই পত্রিকার মুখপত্রে

লিখিত থাকত" -এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে, বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন ,কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই"।[1]

প্যারীচাঁদ মিত্র' আলালের ঘরের দুলাল 'লিখে সুপরিচিত হয়েছিলেন। এই উপন্যাস খানা' মাসিক পত্রিকা 'য় প্রথম খণ্ডে বাহির হতে আরম্ভ করেছিল। বাংলা মাসিক পত্রিকায় প্যারীচাঁদই বোধ হয় প্রথম উপন্যাস প্রচারের সূচনা করেন। এই পত্রিকাটি ষোল সংখ্যা হওয়ার পর উঠে যায়।

চুঁচুড়া থেকে' সুবোধিনী 'নামে এই পত্রিকা খানা ১৮৫৭ খ্রিঃ বাহির হয়। সম্পাদক ছিলেন বাবুরাম চন্দ্র দিচ্ছিত ,সুবোধিনীতে ঈশ্বরগুপ্তের কবি-শিষ্য অনেকেই পদ্য লিখতেন কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ,গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,অভয়চন্দ্র পাঁড়ে প্রমুখের কবিতা বাহির হত। সিপাহী যুদ্ধের সময় পাঁড়েজি যে পদ্য লিখেছিলেন তাহা এইরুপ" - জয় বৃটিশের জয় ,জয় বৃটিশের জয়

যতেক বিদ্রোহীদল ,যাক সব রসাতল
প্রবল বৃটিশ বল ,হউক অক্ষয়[2]"

১৮৫৭ সনের ২রা জুন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছু পূর্বে থেকে সুবোধিনী প্রকাশিত হত। তিন বৎসর মোটের উপর চলে। তার পর সম্পাদক দিচ্ছিত মহাশয়ের উচ্চতর কর্ম হলে ,তিনি যাবার পূর্বে একজন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ হস্তে সম্পাদনার ভার দিয়ে চলে যান। তিনি এরুপ কঠিন বাঙ্গালায় কাগজ লিখিতে লাগিলেন যে ২/৪ মাসের মধ্যেই কাগজ উঠে গেল।

১৮৬৩ আগস্ট মাসে কলকাতায় বামাবোধিনী সভা থেকে' বামাবোধিনী 'পত্রিকা বাহির হয়। এটি একটি মহিলা মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী উমেশচন্দ্র দত্ত কত্রিক নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ,নারীদের শিক্ষিত করে তোলা এবং বাল্যবিবাহ ও অসম বিবাহের বিরোধিতা করা। বামাবোধিনীর কণ্ঠে প্রতি সংখ্যায় নতুন নতুন শ্লোকমালা শোভা পাইত।

দ্বিতীয় সংখ্যায় এই কবিতাটি ছিল -

"সকলের পিতা যিনি করুনা নিধান।
নর নারী প্রতি তাঁর করুনা সমান॥
জ্ঞানধর্মে উভয়ের দিয়াছেন মন।
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগন॥"[3]

প্রথম প্রথম বামাবোধিনীতে বামা রচনা দুই একটির অধিক থাকত না। পরিচালকগন মহিলা লেখিকা দিগকে প্রবন্ধ রচনা করতে উৎসাহিত করে এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার প্রদান করে ক্রমে মহিলা লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর মধ্যে স্বর্ণলতা বসু ,লক্ষ্মীমণি দেবী ,রমাসুন্দরি দেবী ,যোগমায়া দেবী ,কামিনী দেবী ,স্বর্ণপ্রভা বসু প্রমুখ। এই পত্রিকাটি উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর মৃত্যুর ১৯০৭ অবধি চুয়াল্লিশ বছর সম্পাদনা করেন।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত' বঙ্গদর্শন 'পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। এটিই প্রথম যথার্থমানের উন্নত সাহিত্য পত্রিকা। সংবাদ পরিবেশন ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ

প্রায় সবকটিই পত্রিকারই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু প্রথম সর্বাঙ্গীণ সাহিত্য প্রচেষ্টার শুরু হয়‘ বঙ্গদর্শনে’। রবীন্দ্রনাথ‘ বঙ্গদর্শনে ’র আবির্ভাবের বিস্ময়কে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বললেন যে - সাহিত্য তখন ছিল অন্ধকার আর সুষুপ্তির অধ্যায় ,লোককথা রুপকথা কিংবা ছেলে ভোলানোর গল্প যেন আচ্ছন্ন করে রাখতে চেয়েছিল পরিবেশ ,তখন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করলেন: এল আলোক ,আশা ,সঙ্গীত আর বৈচিত্র্য “ -বঙ্গদর্শনে যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার সমাগত রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।”[4]

বঙ্গদর্শনের আগের পত্রিকা গুলিতে সাধারনত যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হত সেগুলি নীরস তথ্যপূর্ণ ও তত্ত্বপ্রধান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের‘ লোকরহস্য ’বা‘ চন্দ্রলোক ’অথবা‘ বিষবৃক্ষ ’র মত অসামান্য উপন্যাস বঙ্গদর্শনের পূর্বের পত্রিকায় বড় একটা পাওয়া যেতনা। ১৮১৮-১৮৭২ সালের মধ্যে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকাগুলি প্রধানত রসহীন কিন্তু জ্যানদ্দিপক প্রবন্ধ রচনাতেই উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে। রীতি কৌশলের উদ্ভাবনে ,সাধারণের মধ্যে উঁচুমানের গদ্যের আদর্শ প্রচারে ও স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গভীর প্রজ্ঞা ও শিল্পময় প্রকাশ উভয় ক্ষেত্রেই‘ বঙ্গদর্শন ’ছিল অনন্য।

উপসংহার - উনিশ শতকের সাময়িক পত্রিকাগুলির অবস্থা ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকল। প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা থেকে এযাবৎ আলোচিত পত্রিকা গুলি প্রকাশ করা খুব সহজ ছিল না ,তৎকালীন সময়ের বহু বাধা -বিপত্তির সন্মুখিন তারা হয়েছিলেন। এ সমস্ত থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ,প্রশাসনিক উদ্যোগ প্রভৃতির মাধ্যমে সাময়িক পত্রিকা গুলি ক্রমে প্রসার লাভ করে। ক্রমে রামমোহন রায়,বিদ্যাসাগর ,কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র ,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কারো একক প্রচেষ্টা নয় সমবেত অবদানেই বাংলা গদ্য আজ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই অবদানের ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রের ভূমিকা কম নয়। বিশেষত বাংলা গদ্য চর্চার প্রথম পর্বে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে সাময়িক পত্রের গদ্য বাংলাভাষা গড়ে ওঠার দিক থেকে যথেস্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছিল।

Endnotes

1. বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য - শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা-৩৩৭.
2. বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য - শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, পৃষ্ঠা -৩৪৭
3. বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য - শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, পৃষ্ঠা -৩৮২
4. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় - ড: দীলিপ কুমার মিত্র, পৃষ্ঠা - ২৩০

Bibliography

- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বাঙ্গালা সাময়িক পত্র, প্রথম খন্ড, কলকাতা শনিরঞ্জন প্রেস -১৯৪৮
- মজুমদার, শ্রীকেদারনাথ, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১৯১৭
- ভট্টাচার্য, শোভরানী, মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা- প্রাক স্বাধীনতা পর্ব, ২০০০
- বসু, স্বপন, সংবাদ- সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ১ম খণ্ড, দীপ প্রকাশন, ২৯ শে এপ্রিল ২০০০
- মিত্র, ড: দিলীপ কুমার, বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, ড: দিলীপ কুমার মিত্র, দিশারি প্রকাশনী।

——